"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানসাগর বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত যদি করতে হয়, তাহলে ২০ নখের জোর দিয়ে (জোরকদমে পড়া) পড়া অবশ্যই পড়ো, পড়াশোনার দ্বারাই রাজত্ব বা জীবনমুক্তি পদ প্রাপ্ত হবে"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞানমার্গে সর্বদা টিকে থাকতে কে পারে? উচ্চপদ প্রাপ্তির আধার কি?

*উত্তরঃ - যাদের পড়াশোনা ব্যতীত অন্য কোনও কথাতেই শখ নেই, জ্ঞানের অবস্থা পরিপক্ক, তারাই এই জ্ঞানমার্গে টিকে থাকতে পারে। এছাড়া ধ্যানে সাক্ষাৎকারের আশা রাখা, খেলাধুলা করা, এতে কোনো লাভ নেই, আরোই মায়া প্রবেশ করে যায় তখন বাবার হাত বা পড়া ছেড়ে দেয়। উচ্চপদের জন্য পড়াশোনার উপরে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন চাই।

*গীতঃ- তুমিই হলে মাতা....

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে। যারা রিলিজিয়াস মাইন্ডেড অথবা ধর্মাত্মা পুরুষ হয়, মন্দিরাদিতে যায়, তাদের মুখ থেকে ওম্ শান্তি শব্দটি বেরিয়ে আসে। কিন্তু তারা অর্থ বোঝে না। আমরাও বলে থাকি ওম্ শান্তি, অহম্ আত্মা। আত্ম শব্দটি অবশ্যই আসে। সুপ্রীম সোল অথবা আত্মা বলে ওম্ শান্তি। আমি যে হলাম আত্মা, আমার স্বধর্ম হলো শান্ত। আত্মা নিজের অক্যুপেশন (কর্ম কর্তব্য) বলে থাকে। বাবাও বলেন -- ওম্ শান্তি। আমিও হলাম আত্মা কিন্তু আমাকে পরম আত্মা বলা হয়ে থাকে, কারণ আমি সদা পরম ধামে থাকি। আমি জন্ম-মৃত্যুতে আসি না। বাবা সম্মুখে এসে বলেন -- তোমরা পুনর্জন্মে আসো, তোমরা হলে দেহধারী। সুক্ষ্মলোকের অধিবাসীরাও সূক্ষ্ম দেহধারী হয়। আমি এদের থেকেও ঊর্ধে থাকি। আমার কোনো স্থূল(সাকার) শরীর নেই। সূক্ষ্ম শরীরধারীকে বলা হয়ে থাকে -- ইনি হলেন ব্রহ্মা, ইনি হলেন বিষ্ণু, ইনি হলেন শঙ্কর। নাম তো শরীরেরই হলো, তাই না ! আত্মার তো নেই। আত্মা শরীর ধারণ করে, তখন শরীরের নামকরণ হয়। কেউ মারা গেলে তখন বলবে অমুকে শরীর ত্যাগ করেছে। নাম তো শরীরেরই থেকে যায় তারপর অন্য শরীর ধারণ করে। পরমপিতা পরমাত্মার উদ্দেশ্যে তো এরকম বলা হবে না যে তিনি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করেন। সকলেরই শরীরের উপরেই নামকরণ হয়। বাচ্চারা, তোমরা যখন আমার হয়ে যাও তখন তোমাদেরও অন্য নাম দিই। যেমন গুরুরা দেয়, তাই না ! আজকাল কন্যারা বিবাহ করে তখন তাদেরও নাম বদল হয়ে যায়। পুরুষের বদল হয় না কারণ পুরুষদের তো কাজকর্ম (চাকরি/ব্যবসা) করতে হয় নিজেদের নামানুসারে। মাতাদের তো কাজকর্ম (চাকরী) করতে হয় না, সেইজন্য তাদের নাম বদল হতে পারে। পুরুষদের ইনশিয়োরেন্সের কাজকর্মাদিতে নাম থাকে। এখন বাবা বোঝান -- সকলেই স্মরণ তো করে থাকে, তুমি হলে মাতা-পিতা আর সাথী, তুমি হলে মাঝি, তুমি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাও। দেখো, কতপ্রকারের সম্বন্ধে আসে। শরীর ত্যাগ করে তারপর তোমার সাথে যেতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো -- মাঝি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

বাবার কতো মহিমা ! পুনরায় তিনি কবে আসবেন? কবে এসে সাথী হবেন? তা জানেনা। বলা হয়ে থাকে -- যখন ভক্তিমার্গের অন্ত হয় তখন ভক্তদের রক্ষা করার জন্য আমায় আসতে হয়। আমায় মাঝি হয়ে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তোমরা জানো কিভাবে এসে মাতা-পিতা হয়েছি। এঁনাকেই মাঝি, গুরু বলা হয়ে থাকে। ছিঃ-ছিঃ (খারাপ) দুনিয়া, জীবনবন্ধ থেকে জীবনমুক্তিতে নিয়ে যান। সেইজন্য ওঁনাকে পতিত-পাবন, মাঝি বলা হয়ে থাকে। নতুন দুনিয়া বলা হয় -- সত্যযুগকে। দুনিয়া তো এ'টাই, কেবল পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। যেমন পুরোনো ঘরে থেকে নতুন নির্মাণ করে তারপর পুরোনো ঘর ত্যাগ করতে হয়, তাই না ! এরও যখন স্থাপনা হয়ে যায় তখন আবার পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। ত্রিমূর্তির অর্থও বোঝানো হয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করা -- এ হলো পরমপিতা পরমাত্মারই কাজ। ওনাদের দ্বারা করিয়ে থাকেন কারণ তিনি হলেন করণকরাবনহার। বাবা এসে সম্মুখে বুঝিয়ে থাকেন। ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মা মুখ-বংশজাতদের বসে সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান শিখিয়ে থাকেন। ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য তোমরাই দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করবে, পুরুষার্থের নম্বরের অনুক্রমে।

তোমরা জানো যে আমরা মাতা-পিতার কাছে পড়াশোনা করছি, এ হলোই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। যদি পড়াশোনাই ছেড়ে দেবে তাহলে বোঝা যাবে এদের ভাগ্যে নেই। স্কুল তো চলবেই। বাবা এসে এই ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে পড়িয়ে থাকেন। তাহলে বাচ্চারা, অবশ্যই যেখানেই থাকুক, যেকোনো সেন্টারে থাকুক, জানো যে জ্ঞানসাগর পারলৌকিক পরমপিতা

পরমাত্মার কাছ থেকে আমাদের জীবন মুক্তির অথবা রাজত্বের উত্তরাধিকার পেতে হবে। যদি আমরা পড়া ছেড়ে দিই তাহলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবো না। বাবা তো এসেছেন সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়ে যাবে তারপর সকলকে মাঝি নিয়ে যাবেন। তোমরা মাঝিকেও জানো আর যাদের দ্বারা স্থাপনা, বিনাশ, পালনা করিয়ে থাকেন, তাদেরকেও তোমরা জানো। তাহলে এই পড়ার মাধ্যমে যারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে রাজ্য করেন তাদেরকেও তোমরা জানো। তোমরা বোঝ যে আমরা অবশ্যই এই পড়ার মাধ্যমে রাজত্বের পদ প্রাপ্ত করছি। যত যে পড়বে..... পড়া না করলে তখন পদভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। এ হলো রাজযোগের পড়া। অনেক বাচ্চারা পড়াশোনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পড়াশুনা না করা মানে ক্লান্ত হয়ে পড়া। বলে -- ব্যস্, এর আগে আমরা পড়তে পারবো না। এই পড়াশোনায় খরচার তো কোনো কথা নেই। ওই পড়াশোনায় বেচারা গরীবেরা পড়াশোনার জন্য পয়সা দিতে পারেনা সেইজন্য পড়া ছেড়ে দেয়। কিন্তু যাদের পড়াশোনার ভালো শখ থাকে তখন তারা গভর্নমেন্টের কাছে অ্যাপ্লাই করে যে আমরা পড়তে চাই কিন্তু পয়সা নেই। তখন তাদেরকে গভর্নমেন্ট পয়সা দেয়। যেমন করেই হোক রিকোয়েস্ট করে যে আমি পড়তে চাই, আমার বাবার কাছে টাকা পয়সা নেই, আমাদের সহায়তা করুন। গভর্নমেন্টের কাছেও আকা পয়সা না থাকার কারণে রিফিউজ করে দেয়। তখন ভাবে আমাদের পড়তে তো অবশ্যই হবে তাহলে কি করবো ? অতি বিত্তশালী অথবা দানী পুরুষের কাছে যাবে। আমাদের মাতা-পিতা গরীব, আমরা পড়াশোনা করে সার্ভিস করতে চাই, আপনি আমাদের সহায়তা করতে পারবেন? রিলিজিয়াস মাইন্ড যিনি হবেন, তিনি সহায়তা করবেন। কন্যারা এমন রিকোয়েস্ট করতে পারে না, পুরুষেরা করতে পারে। পড়াশোনার দ্বারা অনেক রোজগার হতে পারে। এখানে এই পড়াশোনাও রয়েছে আর এই সওদাও রয়েছে। বাবা হলেন সওদাগর, রত্নাকর আর তারপর হলেন জ্ঞানের সাগর।

মাতা পিতা অসীম জগতের জ্ঞানের সাগর বলেন আমি গল্প পূর্বের মতন তোমাদেরকে রাজ্য শিখিয়ে রাজার রাজা বানিয়ে দিন সমস্ত পয়েন্টস ধারণ করতে হবে। সাবালক বুদ্ধিই ভালোভাবে ধারণ করতে পারে। বুদ্ধিই হলো সবকিছুর আধার। কারোর হলো সতোপ্রধান, কারোর সতঃ, কারোর রজঃ, তমঃ বুদ্ধি। স্কুলেও স্টুডেন্টসরা জানে যে এদের বুদ্ধি কেমন। সতোপ্রধান বুদ্ধিসম্পন্নরা পাস উইথ অনার হয়। তাদেরকেই মনিটর ইত্যাদি বানানো হয়ে থাকে। স্কলার্শিপও পেয়ে যায়। এ হলো আবার অসীম জগতের স্কুল। এর মধ্যেও সতঃ, রজঃ, তমঃ বুদ্ধি রয়েছে। এখানে পদমর্যাদা হলো একই রকমের। এ হলোই রাজযোগ। ঈশ্বরীয় পড়াশোনা হলো একইরকমের। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের সকলকে রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। সেইজন্য যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ পদ লাভ করবে। উচ্চপদকে তো বুঝেই গেছো। নম্বরের ক্রমানুসারে পদ পাবে। বাবার ভালোবাসা তো সকলের উপরেই রয়েছে। সকলকেই মায়ার শেকল থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। আর কেউ এমন বলতে পারবে না যে প্রতিকল্পে আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। এই বাবাই বলেন -- প্রতিকল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে, যুগে আসি। মানুষ আবার যুগে-যুগে লিখে কত ভুল করে দিয়েছে। বাবা বলেন -- আমি হলাম পতিত পাবন। আমি আসি তোমাদেরকে পবিত্র করতে, কলিযুগের অন্ত এবং সত্যযুগের আদির সঙ্গমে। এইসময় বাবা এসেছেন সেইজন্য ভালোভাবে পড়তে হবে, বিনাশ হবেই। ২০ নখের জোর দিয়ে পড়তে হবে, সাহস দেখাতে হবে। পড়াশোনা ছাড়া উচিৎ নয়। যে পড়া ছেড়ে দেয় সে অকৃতকার্য হয়ে অধঃপতনে যায়। বাচ্চারা সতর্কবাণী পায়। কোনো কাম-বিকার বা ক্রোধের বা লোভ, মোহের ভূত আসা উচিৎ নয়। হৃদয়-দর্পণে নিজেকে দেখতে থাকো -- আমি লক্ষ্মীকে বরণ করার উপযুক্ত হয়েছে কি? নারদেরও একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তোমরা তো সকলেই হলে ভক্ত, তাই না ! ভক্তিমার্গে পুরুষদের মধ্যে নারদকে উত্তম বলা হয়েছে আর নারীদের মধ্যে মীরাকে। জ্ঞানমার্গে আবার দেখো -- মাম্মা-বাবার নাম প্রসিদ্ধ। তারপর ওনাদের বিজয়মালাও বানানো রয়েছে। স্মরণ তাদেরই করা হয়, যারা সুখ প্রদান করে। তাদেরই স্মৃতি-স্মারক নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এখন ওনারা কি করেছেন? কেউ কলেজ খুলেছেন, অনেক দান-পুণ্য করেছেন, আর কি করবেন ? এখন ফিরিঙ্গীদের (ইংরেজদের) থেকে রাজত্ব নিয়ে কংগ্রেস রাজত্ব করেছে। বাবা বলেন -- এ হলো মৃগতৃষ্ণার মতন রাজত্ব করা। অবশ্যই কতই না সুখ রয়েছে কিন্তু এ সবই হলো মৃগতৃষ্ণার মতন। বাইরের আড়ম্বর আছে অনেক। এই সায়েন্সও ১০০ বছর ধরে চলে। এই দাদা যখন বম্বেতে (মুম্বই) সার্ভিসে ছিলেন তখন এই বিদ্যুৎ-টেলিফোন ইত্যাদি কিছুই ছিল না। এখন সায়েন্স কত কামাল করে দিয়েছে। এখন সামান্য কিছু বছর বাকি রয়েছে। সায়েন্সের অভিমান (গর্ব) ১০০ বছর হলো শুরু হয়েছে। সত্যযুগের ১০০ বছরে তো কি করে দেবে তা জানা নেই। ওখানে এইসব জিনিসে শক্তি থাকে, যা তোমরা এখান থেকেই নিয়ে যাও। অখন্ড, অটল, সুখ-শান্তিময় রাজ্য করার জন্য তোমরা বল নিয়ে যাও। তাহলে পড়াশোনায় এতখানি অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত, এতখানি পুরুষার্থ করা উচিত ।

তোমরা জানো যে এই মাতা-পিতার থেকে গহন সুখ প্রাপ্ত হয় তারপর যদি চলতে চলতে ছেড়ে দেয় তাহলে তো আসলে শুনেই না। না শুনে গিয়ে নিজের কাজকর্মে লেগে পড়লে তো শেষ। যা পেয়েছে তা তো পেয়েছে। হাত ছাড়ার পর পুনরায়

মায়া একদম গ্রাস করে নেয়। যেমনভাবে গজকে (হাতি) মায়া কুমীর গ্রাস করে নেয়। এমন তো হতেই হবে। তোমরা দেখেও থাকো -- কেমন ভালো-ভালো, বড়-বড় নিমন্ত্রণ করা, সেন্টার খুলে দেওয়া বাচ্চারাও পড়া ছেড়ে দেয়। বলবে -- ড্রামা অনুসারে এদের ভাগ্যে এতটাই ছিল। পুনরায় তাদের কি হাল হবে? মায়া একদম খেয়ে নেয়। কত শেষ হয়ে গেছে। ধ্যানে যাওয়া, খেলাধুলো করা অনেকেই আজ নেই। এই ধ্যান-সাক্ষাৎকারের আশা কখনো রাখা উচিৎ নয়। আশা রাখলে তখন আশায় বিঘ্ন পড়ে যায়। মায়ার ভূত প্রবেশ করে যায়। ধ্যানের কতরকমের পার্ট প্লে করতো। ৫-৭ দিন ধরে যারা তাদের শৈশব কালে ধ্যানে যাওয়ার পার্ট প্লে পালন করতো, মহারানী হয়ে যেতো, তারা আজ নেই। এতে কোনো লাভ নেই। জ্ঞানে যাদের অবস্থা পরিপক্ক, তারাই টিকে থাকতে পারে। কখনো ধ্যানে যাওয়ার আশা রাখা উচিত নয়। বাবা যা পড়িয়ে থাকেন তা ধারণ করতে হবে। যত পড়বে ততই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও স্মরণে রাখতে হবে যে আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়িয়ে থাকেন। আমরা পড়াশোনা করে ২১ জন্মের জন্য উচ্চ পদ প্রাপ্ত করি, তারপর আমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যাই। যারা ব্রাহ্মণ কুলের হয় তারাই এইরকম বলতে পারে। অন্য কেউই বলতে পারেনা। ভারতের উপরেই খেলা (ড্রামা) নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। তোমরা বলবে -- আমরাই পূজ্য তথা দেবী-দেবতা হয়ে যাই। সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে পূজ্যই পুনরায় অধঃপতনে যায়। বাচ্চারা এ'সব জানে। শিববাবার অক্যুপেশনও তোমরা জানো। নিশ্চয় থেকে সেকেন্ডে তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারো। বলে থাকে, আমরা ঈশ্বরের হয়ে গেছি তারপর ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করা -- ওয়ান্ডার (বিস্ময়কর), তাই না! স্কুলে পড়ে, ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করলে তখন তাদের সুপুত্র মনে করা হবে। স্টুডেন্ট নিজেকেও সুপুত্র মনে করবে। বাবা আর টিচারও বলবেন -- এ হলো সুপুত্র। এখানে তো বাবা, টিচার, গুরু হলেন একজনই। তিনি হলেন বাবাও আবার টিচার হয়ে আমাদের পড়িয়ে থাকেন তারপর সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। বাবা বলেন -- আমরা একসাথে যাব। তোমাদের জ্যোতি নিভে গিয়েছিল, এখন জাগরিত হচ্ছে। আমার জ্যোতি সদাই জাগ্রত থাকে। সবই হলো আত্মারই কথা। তোমরা জানো, আমরা আত্মারা অশরীরী এসেছিলাম পুনরায় অশরীরীই যেতে হবে। আমাদের খেলা সম্পূর্ণ হলে তারপর রিপিট হবে। বাচ্চারা, এই বোধ তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে।

তুমি মাতা-পিতা... তোমার পড়ানোর কৃপায় আমাদের কতো অগাধ সুখ প্রাপ্ত হয়। এমন মাতা-পিতাকে কখনো ভুলে যাওয়া, ত্যাগ করা উচিত নয়। বাবা বলেন -- এমন মাতা-পিতা, বাপ-দাদাকে, যিনি তোমাদের এত উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন, চিঠি লিখতে থাকলে তখন বাবা বুঝবেন -- স্মরণ করে। বাবার স্মরণ-ভালোবাসা তো প্রত্যহ যায় মূরলীর মাধ্যমে। বাচ্চাদের চিঠি দেরী করে এলে তখন বোঝা যাবে সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করে না। বাবার তো লেখার প্রয়োজন নেই। বাবার মুরলী তো রোজই যায়। স্মরণ-ভালোবাসা তো বাবা দিয়েই থাকেন। তিনি তো হলেন জাগ্রত জ্যোতি। বাচ্চাদেরকে বোঝান -- পত্র অবশ্যই লিখতে থাকো। অনন্য বাচ্চাদের জন্য দুশ্চিন্তা থাকে না। টলোমলোদেরকে সতর্ক করা হয়ে থাকে -- ভুলে যেও না, পড়তে থাকো। সমাচার তো বাবার কাছে সবই আসে, তাই না ! রেজিস্টারে নাম লেখা থাকে। জিজ্ঞাসা করেন -- এই বাচ্চা অ্যাবসেন্ট (অনুপস্থিত) কেন? প্রত্যেকদিন অ্যাবসেন্ট থাকলে বোঝা যায় -- মারা গেছে (চলে গেছে)। বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- অমুক বাচ্চার কোনো সমাচার আসেনি? তখন লেখা হয়ে থাকে অমুকে এখন আসেই না, সংশয়বুদ্ধির হয়ে গেছে। আচ্ছা, ভবিষ্যতে হয়তো নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বিজয়মালায় আসার সাহস দেখাতে হবে। স্মরণ যোগ্য (যাদের নামে মালা জপ করা হবে) হওয়ার জন্য সকলকে সুখ প্রদান করতে হবে।

২) সু-ছাত্র হয়ে টিচার-রূপী বাবার নাম-কে প্রসিদ্ধ করতে হবে। কখনো কাম-বিকার বা ক্রোধের ভূতের বশীভূত হয়ে বিপরীত ধর্মীয় (উল্টোপাল্টা) কাজ করবে না।

বরদানঃ- করাবনহারের স্মৃতির দ্বারা বিঘ্নের বীজকে সমাপ্তকারী সমর্থ আত্মা ভব

সর্বপ্রকারের বিঘ্নের বীজ দুটি শব্দে রয়েছে : ১) অভিমান আর ২) অপমান। সেবার ক্ষেত্রে হয় অভিমান আসে যে আমি এটা করেছি, আমিই এটা করতে পারি.... অথবা আমাকে কেন আগে রাখা হয়নি, আমাকে এ'টা কেন বলা হলো, এ'টা তো আমাকে অপমান করা হলো। এই ভাবনাই বিভিন্ন বিঘ্নের রূপে আসে। যখন ঈশ্বরের সেবক, করনকরাবনহার (সর্বোচ্চ কর্মকর্তা) হলেন বাবা তখন অভিমান কোথা থেকে এলো,

অপমান কোথায় হলো? সেইজন্য কম্বাইন্ড রূপের স্মৃতির দ্বারা সমর্থ আত্মা হও তবেই বিঘ্নের বীজ সদাকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- জ্ঞানস্বরূপ হতে হলে, বাবা আর পড়ার প্রতি যেন সমান ভালোবাসা থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;